বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-১৬

ভূমিকা

বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রচারের একমাত্র সরকারি সংস্থা। ১৯৭৬-৭৭ অর্থ বৎসরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত দপ্তর হিসাবে সংস্থাটি কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে সংস্থাটি শিক্ষাক্ষেত্রে ধারাবাহিক উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে শিক্ষাতথ্য বিনির্মাণ ও সরবরাহ করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের কাছে সমাদৃত হয়েছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান কার্যক্রম ছাড়াও শিক্ষা সেক্টরে আই.সি.টি. কার্যক্রম সম্প্রসারণে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

ইতিবৃত্ত

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর নির্দেশনায় গঠিত ড. মুহাম্মদ কুদরত এ খুদা শিক্ষা কমিশনের ১৯৭৪ সালে প্রণীত সুপারিশের প্রেক্ষিতে স্বাধীন বাংলাদেশে পৃথক একটি শিক্ষাতথ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭৬-৭৭ অর্থবৎসরে বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) প্রতিষ্ঠা করা হয়। ক্ষুদ্র জনবল নিয়ে একজন পরিচালকের অধীনে ২ জন বিভাগীয় প্রধানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে কম্পিউটার বিভাগ যুক্ত করে প্রতিষ্ঠানের কলেবর বৃদ্ধি করা হয়।

রূপকল্প বা ভিশন

বিশ্বমানের শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান বিনির্মাণ এবং দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন।

অভিলক্ষ্য বা মিশন

মানসম্পন্ন শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান বিনির্মাণ, ডিজিটাল তথ্য ব্যবস্থাপনা, আইসিটি প্রশিক্ষণ ও জাতীয় উন্নয়নে আইসিটি শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে তথ্য নির্ভর পরিকল্পনা নিশ্চিত করা।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য ও পরিসংখ্যান সংরক্ষণ, সংকলন, সরবরাহ ও প্রচার করা।
- দেশে শিক্ষা শুমারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় জরিপসহ নানা ধরনের বিশ্লেষণধর্মী তথ্যের জন্য জনমত জরিপ পরিচালনা করা।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোসহ অন্যান্য তথ্যের ডেটাবেজ প্রণয়ন ও এডুকেশন জিআইএস এর মাধ্যমে ডেটা ওয়্যার হাউস সমৃদ্ধ করা।
- শিক্ষাতথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিক্ষা পরিকল্পনা ও মূলনীতি প্রণয়নকারী সংস্থাসমূহে হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- জাতীয় পর্যায়ে একটি বিশেষায়িত ডিজিটাল লাইব্রেরি পরিচালনা করা।
- শিক্ষাক্ষেত্রের সকল ধরনের শিক্ষা সংক্রান্ত ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে একটি শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় ডকুমেন্টেশন সেন্টার পরিচালনা করা।
- ইএমআইএস (Education Management Information System) এর Focal Point হিসেবে কাজ করা।
- শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় নিয়মিত শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা।
- আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে আইসিটি শিক্ষা প্রসারে অবদান রাখা।

২০১৫-১৬ অর্থ-বছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি

১. জরিপ কার্যক্রম

১.১ বার্ষিক শিক্ষা জরিপ ২০১৫ঃ ব্যানবেইস প্রতিবছর দেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (পোষ্ট-প্রাইমারী) জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যানবেইস এ স্থাপিত শিক্ষা সেক্টরের জাতীয় ডেটা ওয়্যার হাউসে সংরক্ষিত থাকে। বার্ষিক শিক্ষা জরিপ ২০১৫ এ নয় ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথ্যফরমের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সর্বমোট পোষ্ট-প্রাইমারী স্তরের ৪০৩৩৬টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জরিপের অংশগ্রহণ করেছে। সংগৃহীত তথ্য ক্লিনিং ও চেকিং এর পর প্রতিবেদন (Education Statistics 2016) প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.২ বার্ষিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরিপ ২০১৫ঃ বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় Secondary Education Quality and Access Enhancement Project (SEQAEP) মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার মান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। ব্যানবেইস কর্তৃক এই প্রকল্পের আওতায় ২১৫টি উপজেলার ১০২৬২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরিপ করে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.৪ দ্বিবার্ষিক শিক্ষকশুমারী ২০১৫ঃ মাধ্যমিক স্তরের (স্কুল ও মাদ্রাসার) ৩,১২,০০০ শিক্ষকদের ডাটাবেজ এর Online-এ তথ্য সংগ্রহের প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। এ কাজ নভেম্বর ২০১৬ থেকে শুরু হবে।

১৫৪ দ্বিবার্ষিক শিক্ষক শুমারী ২০১৫ঃ মাধ্যামিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন এডিবির আর্থিক সহায়তায় টিকিউআই-সেপ প্রকল্প শিক্ষকদের মানোন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এই প্রকল্পের একটি কম্পোনেন্ট দ্বিবার্ষিক শিক্ষক জরিপ কাজটি ব্যানবেইস করছে। এর আওতায় মাধ্যমিক স্তরের প্রায় ৩১৫০০০ জন শিক্ষকের ডাটা প্রক্রিয়াজাত করা হয়েছে। প্রতিবেদন প্রস্তুতের কাজ চলছে।

২। প্রকাশনাঃ ব্যানবেইস শুরু থেকেই শিক্ষাতথ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে। প্রতিবছর জাতীয় শিক্ষা জরিপ শেষে একটি গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়ে থাকে। ব্যানবেইস শিক্ষাসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিশ্লেষনধর্মী ও গবেষণামূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। এই প্রতিবেদনসমূহ সরকারের শিক্ষাসংক্রান্ত নীতিনির্ধারণে ও পরিকল্পনা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ব্যানবেইস নিম্নলিখিত ৯টি প্রকাশনা প্রকাশ করেছেঃ- 1)Bangladesh Education Statistics-2012. (2)Present Situation of Assessment System in Secondary School (3)Research Study on Cross-border Higher Education in Bangladesh(৪) Assessing the Education Status of Ethnic Communities.(5)Assessing the E-learning Initiatives in Secondary Education(6)প্রকাশনার তালিকা (7)সিটিজেন চার্টার(8) ব্রুশিয়ার (বাংলা ও ইংরেজি) '৯) টেলিফোন ডিরেক্টরি-২০১৪।

৩। গবেষণাঃ ব্যানবেইস দেশের শিক্ষাক্ষেত্রের বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রতিবছর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে।এসব গবেষণা প্রতিবেদন থেকে দেশে শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রের সমস্যা অনুধাবন ও প্রতিকার করা সম্ভব হচ্ছে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ব্যানবেইস ৪টি গবেষণা পরিচালনা করেছে। যথা- (1)Impact and Status of ICT Training for Secondary Teachers, (2)Traditional and Cultural barriers of female education in Secondary Schools, (3)Academic Supervision and Monitoring in Secondary Schools, (4)Present situation of science education in secondary level.

৪। লাইব্রেরি সেবাঃ ব্যানবেইস এর লাইব্রেরি শিক্ষা বিষয়ক একটি বিশেষায়িত লাইব্রেরি। প্রায় ২৫ হাজার বই এর সম্ভার নিয়ে ভবনের নীচ তলায় এই লাইব্রেরি সজ্জিত। লাইব্রেরিকে যুগোপযোগী করার জন্য অটোমেশন প্রক্রিয়ায় বর্তমানে এটিকে ডিজিটাল লাইব্রেরিতে রূপান্তরের কাজ চলছে। Koha-Greenstone Integrated Library Management System এর মাধ্যমে শিক্ষা সেক্টরের ১০টি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে ব্যানবেইস সার্ভারের সাথে লিংক প্রদান করা হয়েছে। এর আওতায় বাংলাদেশ জাতীয় ইউনেস্কো কমিশন অটোমেশন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গ্রন্থাগারের ১০,০০০ পুস্তকের ডাটা এন্ট্রিসহ অটোমেশন কাজটি সম্পন্ন করতে ব্যানবেইস সার্বিক সহযোগিতা করেছে।

৫। ডকুমেন্টেশন সেবাঃ ব্যানবেইস এর ডকুমেন্টেশন সেন্টার দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি জাতীয় ডকুমেন্টেশন সেন্টার হিসোবে কাজ করে থাকে। ডুকমেন্টেশন সেন্টারটিকেও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে এটিকে ই-বুক সেন্টার হিসাবে গড়ে তোলা হচ্ছে। এখন অনলাইনের মাধ্যমে ডকুমেন্টেশন সেন্টারে রক্ষিত ডকুমেন্টগুলো ব্যবহারের সুযোগ তৈরি করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে নিজস্ব প্রকাশনাসহ ২৮টি পুস্তকের ই-বুক কাজ সম্পন্ন করে তা ব্যানবেইস ওয়েবসাইটে ওয়েব এনাবেল করা হয়েছে। বর্তমানে ই-বুকের সংখ্যা পাঁচ শতাধিক। তাছাড়া ব্যানবেইস প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত শিক্ষা বিষয়ক সংবাদের ৮৩৫০০টি শিরোনাম ই-পেপার ক্লিপিংস শিরোনামে ব্যানবেইস ওয়েবসাইটে ওয়েব এনাবেল করা হয়েছে।

৬। শিক্ষাখাতে উচ্চতর গবেষণা সহায়তা কর্মসূচিঃ শিক্ষামন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন শিক্ষাখাতে উচ্চতর গবেষণা সহায়তা কর্মসূচির আওতায় গঠিত প্রাথমিক বাছাই কমিটির যাবতীয় কর্মকান্ড ব্যানবেইসে হয়ে থাকে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এই কর্মসূচীর আওতায় সমাপ্ত গবেষণা কার্যক্রমের উপর ৬টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় শিক্ষামন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং ষ্টীয়ারিং ও প্রাথমিক বাছাই কমিটির সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

৭। প্রশিক্ষণ বর্তমান সরকারের রূপকল্পঃ ২০২১ বাস্তবায়নে শিক্ষাক্ষেত্রে আইসিটি শিক্ষার প্রসার ও ব্যবহার ব্যানবেইস কাজ কওে যাচ্ছে এ লক্ষে ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ব্যানবেইস ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে আইসিটি বিষয়ক ৫টি বিভিন্ন কোর্সে ৮৫০ জনকে প্রশিক্ষন প্রদান করে। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষক, বিভিন্ন সংস্থা ও শিক্ষা

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্ত/কর্মচারীগণ। প্রশিক্ষণ কোর্সের মধ্যেঃ কম্পিউটার বেসিক ও অফিস প্রোডাকটিভিটি, Arc GIS, ই-গভর্নেন্স প্রোজেক্ট ম্যানেজম্যান্ট, হার্ডওয়ার মেনটেনেন্স এন্ড ট্রাবলসুটিং অন্যতম।

৮। **শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বৈদেশিক বৃত্তিঃ** শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিদেশে শিক্ষা লাভের জন্য প্রাপ্ত Scholarship গুলোর প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া ব্যানবেইস সম্পন্ন করে থাকে। কম্পিউটারে সর্বশেষ প্রযুক্তির সফটওয়্যার ব্যবহার করে দ্রুততার সাথে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাংক্ষিত প্রার্থী নির্বাচন করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে ব্যানবেইস ১০ ধরনের বৈদেশিক বৃত্তির ১৮৫০ জন প্রার্থীর আবেদন প্রক্রিয়াজাত করেছে।

৯। **Education GIS (School Mapping):** ১৯৯৯ সালের শিক্ষাজরিপ সম্পন্নকালেই ব্যানবেইস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের Education GIS বাস্তবায়ন করে। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে GPS receiver ব্যবহার করে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের Longitude এবং Latitude value সংযোজন পূর্বক উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে web version এর সাহায্যে প্রতিষ্ঠানের অবস্থানিক তথ্য National Education Database এ সংযোজন করা হয়েছে এবং এর web GIS প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে করে পরিকল্পনাবিদদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থানগত তথ্য দ্রুত পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমতি, স্বীকৃতি বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্য এডুকেশন জিআইএস এর সহায়তায় প্রদান করা হয়।

১০। EIIN নম্বর প্রদান সেবাঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আধুনিক উপায়ে সহজে ও দ্রুততার সাথে চিহ্নিত করার জন্য EIIN (Educational Institution Identification Number) নম্বর প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ করে। এ কার্যক্রম ব্যানবেইস কম্পিউটার বিভাগ দ্রুততার সাথে বাস্তবায়ন করে। দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখন একটি EIIN নম্বর দ্বারা পরিচিতি পেয়েছে। নতুন প্রতিষ্ঠান আবেদন করার এক সপ্তাহের মধ্যে EIIN নম্বর সরবরাহ করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে ৬৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আবেদনের প্রেক্ষিতে EIIN নম্বর প্রদান প্রদান করা হয়।

১১।"Establishment of Upazila ICT Training and Resource Centre for Education (UITRCE)" প্রকল্পঃ

শিক্ষার সকল স্তরের শিক্ষকদের স্বল্প সময়ে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষিত করার লক্ষ্যে ২০০৯ সালে ১২৫ টি উপজেলায় স্বতন্ত্র আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার স্থাপন সংক্রান্ত প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। প্রকল্পটি ২০১০ সালে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মোট ব্যয় ৪০৩.৭৮ কোটি টাকা, জিওবি- ১০৬.৬৩ কোটি টাকা, প্রকল্প সাহায্য-২৬৭.১৫ কোটি টাকা (৩৯ মিলিয়ন ইউএস ডলার)। দক্ষিণ কোরিয়া ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন ফান্ড (EDCF) এর আওতায় কোরিয়া এক্সিম ব্যাংক ৪০ বছর মেয়াদে (১৫ বছর গ্রেস পিরিয়ডসহ) ০.০১% হার সুদে সহজ শর্তযুক্ত এ সহায়তা পাওয়া যায়। প্রকল্পের প্রধান অঙ্গসমূহের মধ্যে ইউআইটিআরসিই ভবনের নির্মাণ কাজ, কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি স্থাপন, স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং ব্যানবেইসে ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া সেন্টার (DMC) স্থাপন অন্তর্ভূক্ত।

নির্ধারিত মেয়াদ ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে UITRCE এর নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়। বিগত ২ মার্চ ২০১৬ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এসব কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনের পর ১২৫টি UITRCE সেন্টারের মাধ্যমে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ২৭,০০০ জন শিক্ষককে আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নিয়োগকৃত কোরিয়ান কোম্পানী LS Cable & System Ltd. কর্তৃক ৪ (চার)টি ব্যাচে ৩২ জন কর্মকর্তাকে কোরিয়াতে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ব্যানবেইসে Digital Multimedia Centre স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করে মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে। ব্যানবেইসের সার্ভার রুমে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ৮ (আট) টি সার্ভার সংযোজন করা হয়েছে। রাজস্ব খাতে সহকারী প্রোগ্রামার-১২৮টি, কম্পিউটার অপারেটর ১২৮ টি, ল্যাব সহকারী-১২৮টি এবং নিরাপত্তা প্রহরী ১২৮টি (আউটসোর্সিং) পদ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ল্যাব সহকারী পদে নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং বাকী পদসমূহের নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় আগামী ২০১৬ ও ২০১৭ অর্থ বছরে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৭৩৫৬০ জন শিক্ষককে উপজেলা আইসিটি সেন্টারে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে এবং প্রকল্প সমাপ্তির পর রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান থাকবে।

নিম্নে উল্লেখযোগ্য জরিপ-লব্ধ বিভিন্ন পরিসংখ্যান ও তাদের লেখ-চিত্র দেয়া হলো:

মাধ্যমিক (নিম্ন ও উচ্চ মাধ্যমিকসহ) শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য ২০১৫ঃ

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা			শিক্ষকের সংখ্যা			পরিক্ষার্থীর সংখ্যা		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
		ছাত্র	ছাত্রী	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	এসএসসি (মাদ্রাসা ও কারিগরিসহ) ২০১৫	এইচএসসি (মাদ্রাসা ও কারিগরিসহ) ২০১৫	স্নাতক (মাদ্রাসা সহ) সর্বশেষ
নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৩৯৪	১৭৪৫৪৭	২২০৬৬৯	৩৯৫২১৬	১৪০০০	৫৩৪২	১৯৩৪২	**১৪৭৩৫৯৪**	১০৫৭৩৩০	২২১৪৪৩
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৬৪২৪	৩৯৪৬৮২৩	৪৫০৯২৫৫	৮৪৫৬০৭৮	১৫৩৪৬৪	৪৮৯০৭	২০২৩৭১			
স্কুল এন্ড কলেজ(স্কুল শাখা)	১০০৮	৪০৪৭৬৩	৪৩৪১০৮	৮৩৮৮৭১	১৩৯৫২	৭৪৫২	২১৪০৪			
স্কুল এন্ড কলেজ (কলেজ শাখা)	১০০৮	১৩০২৯৯	১৪১৮০৭	২৭২১০৬	১৩৯৫২	৭৪৫২	২১৪০৪			
উচ্চমাধ্যমিক কলেজ	১৩৪৬	১৭৯২৫১	১৭৫৮১০	৩৫৫০৬১	১৮৬১৪	৫২৫৯	২৩৮৭৩			
দাখিল মাদ্রাসা	৬৫৬৫	৫২৫৫০০	৭৬৭৬৯৪	১২৯৩১৯৪	৫৭৯০১	৮৯০০	৬৬৮০১			
আলিম মাদ্রসা	১৪৮০	২০৮৯৯৫	২৪৯২০২	৪৫৮১৯৭	২০০৩৭	২৮৪৭	২২৮৮৪			
কারিগরি ও ভোকেশনাল	**৫৭৯০**	**৬৬৩৭৮৪**	**২০৮৮৭৪**	**৮৭২৬৫৮**	**২৪৬৫৯**	**৬২৪৪**	৩০৯০৩			

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বৎসরের বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্তির জন্য তথ্য-২০১৫ঃ

বিশ্ববিদ্যালয়ের ধরণ	বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা	শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শতকরা হার			ছাত্র-ছাত্রীরসংখ্যা ও শতকরা হার		
		শিক্ষক	শিক্ষিকা	শতকরা হার	ছাত্র	ছাত্রী	শতকরা হার
সরকারি	৩৭	৯৬৯৩	২৭২১	২১.৯২	৩১১৬৬০	১৮১৪৫০	৩৬.৮০
বেসরকারি	৮৫	৯৯২২	৩৯৮৩	২৮.৬৪	২৭৪৫০৬	১০৫২৭৫	২৭.৭২
মোট	**১২২**	১৯৬১৫	৬৭০৪	২৫.৪৭	৫৮৬১৬৬	২৮৬৭২৫	৩২.৮৪

সেকায়েপ ভুক্ত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত পরিসংখ্যান- ২০১৫

নং	প্রতিষ্ঠানের ধরণ	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	শিক্ষার্থী			শিক্ষক		
			মোট	বালিকা	%	মোট	মহিলা	%
১	নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৯৫৫	১৮১২০৪	১০৬৪৭০	৫৮.৭৬	৭৫১৮	১৭৩৫	২৩.০৮
২	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৫৭১৭	৩০১০৮৬৫	১৫৯০১৮৫	৫২.৮১	৭৪৬০৬	১৬৬৫৫	২২.৩২
৩	উচ্চ মাধ্যমিক (স্কুল ও কলেজ)	২৮৯	১৭৭৪৬৯	৯৩৫৩৩	৫২.৭০	৫১৭১	১৪৭৯	২৮.৬০
৪	দাখিল মাদ্রাসা	২৪১৩	৪৮১৫২৮	২৭৬৪৭১	৫৭.৪২	২৯৫৬৯	৩৮২৫	১২.৯৪
৬	আলিম মাদ্রাসা	৪৯৯	১২৬০৫১	৬৮০৪৯	৫৩.৯৯	৬৭৮২	৮৫৪	১২.৫৯
৭	ফাজিল মাদ্রাসা	৩৩৬	৮৯৫৯০	৪২৬৯১	৪৭.৬৫	৪৯৫৪	৫৯৭	১২.০৫
৮	কামিল মাদ্রাসা	৫৩	১৬২৪২	৬৭৫০	৪১.৫৬	৭৯৬	১০৮	১৩.৫৭
	মোট	**১০২৬৪**	**৪০৮২৯৪৯**	**২১৮৪১৫২**	৫৩.৪৯	**১২৯৩৯৬**	**২৫২৫৩**	১৯.৫২

দ্বি-বার্ষিক শিক্ষক জরিপ-২০১৩

বিভাগের নাম	প্রতিষ্ঠান	শিক্ষক সংখ্যা
বরিশাল	২৭৭৩	২৬৯৯৬
চট্টগ্রাম	৪৬২৭	৪৫১৭৩
ঢাকা	৬৮৬০	৮৩৪০৬
খুলনা	৩৯৩২	৪৪৮৪৯
রাজশাহী	৪৩৪৮	৪৮৫৮২
রংপুর	৪৩৪০	৫০৮৫৯
সিলেট	১২৭১	১১৩২৫
মোট	২৮১৫১	৩১১১৯০

চিত্রে ব্যানবেইসের কার্যক্রম ২০১৫-২০১৬

Bangladesh Education Statistics 2015 এর উপর মতবিনিময় সভায় সচিব মহোদয়

ল্যাব এসিসটেন্টদের সমাপনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী মহোদয়

ল্যাব এসিসটেন্টদের ট্রেনিং সমাপনী অনুষ্ঠানে	ল্যাব এসিসটেন্টদের সনদবিতরণ
ল্যাব এসিসটেন্টদের সমাপনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী মহোদয়	উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কোরিয়ার রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সচিব মহোদয়

UITRCE সেন্টার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী	UITRCE সেন্টার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতারত

UITRCE সেন্টার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী	